দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 20 SEP 1990
পৃষ্ঠা 7 কলাম 6

30

৩৮ লক্ষ শিশুকে স্কুলে ভর্তি করার উদ্যোগ

জহিরুল আলম ॥

সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর ৩৮ লক্ষ ছেলে-মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করা হইবে। দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, উচ্চ বিদ্যালয় এমন কি কোন কোন কলেজের মোট ৪৪ হাজার ২৩৬টি কক্ষে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের ছাত্রদের ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আলোচ্য

(২য় পৃঃ ৮ঃ)

৩৮ লক্ষ শিশু

(১ম পৃঃ পর)

কার্যক্রম অনুসারে ৫ হইতে ১০ বৎসর বয়সের অক্ষর-জ্ঞান শূন্য শিশুদের স্কুলে বাধ্যতামূলকভাবে ভর্তি করা হইবে।

ইউনিসেফের ঢাকাস্থ আবাসিক প্রতিনিধি মিঃ কোল পি ডজের তথ্যানুসারে বর্তমানে বাংলাদেশে শতকরা ৬৩ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী বৎসরে স্কুল হইতে বাদ পড়িতেছে। বর্তমানে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে ১ কোটি ১৪ লক্ষ ছাত্রছাত্রী রহিয়াছে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সরকার আলোচ্য কার্যক্রমের সহিত পার্লামেন্ট সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়ারম্যান এবং সদস্য, কলেজের ছাত্র-শিক্ষক, আনসার, ভিডিপি, পুলিশ, উপজেলা পর্যায়ের কৃষিকর্মী, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের সম্পৃক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র মতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১৫০ সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় কমিটি এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকিবে। দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্য ইতিমধ্যেই একটি আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। আইন অনুসারে অভিভাবকগণ অক্ষরজ্ঞান শূন্য ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রেরণে বাধ্য থাকিবেন প্রাথমিকভাবে সতর্ক করার পরও যদি অভিবাবকগণ স্ব স্ব ছেলেমেয়েদের স্কুলে প্রেরণ না করেন তাহা হইলে উক্ত আইন অনুযায়ী অভিবাবকদের বিভিন্ন দণ্ড প্রদানের বিধি রহিয়াছে। শিক্ষাবিদগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হইতে ছাত্র বাদ পড়া বন্ধ করিতে না পারিলে আলোচ্য নয়া কার্যক্রম খুববেশী ফলপ্রসূ হইবেনা। সমগ্র এশিয়ায় বর্তমানে বাংলাদেশেই ছাত্র বাদপড়ার হার সর্বাপেক্ষায় অধিক।

১৯৯১ সনের জানুয়ারী হইতে দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হইতেছে।